দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 AUG 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

145

# চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন )

## অনার্স পরীক্ষা আর পিছাবেন না

প্রথম ঘোষণা অনুযায়ী অনার্স ফাইনাল (কোর্স পদ্ধতি) পরীক্ষা

ও ক্রুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ বক্তব্যকে দুর্বল করে দেয়। সাইয়িদ আতীকুল্লাহর লেখারও সেই দশা হয়েছে।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহকে যদি কেউ আজ এমন অপমানকর ভাষায় আক্রমণ করত আমরা একইভাবে বিচলিত হতাম। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ কর্তৃক জামালউদ্দিন হোসেনের এই অপমান আমাদেরকে যারপর নাই মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ করেছে। আমরা আশা করব, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ তাঁর ঔদার্য দেখিয়ে অচিরেই জামালউদ্দিন হোসেনের প্রতি তিনি যে সব কটূক্তি করেছেন তা প্রত্যাহার করবেন এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করবেন।

১। আতাউর রহমান ২। আলী যাকের ৩। আসাদুজ্জামান নূর ৪। খালেদ খান ৫। নাসির উদ্দিন ইউসুফ ৬। মাইসুল ইসলাম আসাদ ৭। জহিরুদ্দিন পিয়ার ৮। শিমুল ইউসুফ ৯। আফজাল হোসেন ১০। সুবর্ণ মুস্তফা ১১। হুমায়ুন ফরিদী ১২। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ২২শে আগষ্ট হতে। কিন্তু পরীক্ষা পিছানোর দাবী জোরালো হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দেন এবং পরবর্তী ঘোষণা প্রদান করেন। দ্বিতীয় ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু আবারও শুনছি পরীক্ষা পিছিয়ে অক্টোবরে যাবে। এভাবে বারবার পরীক্ষা পিছালে আমাদের পড়ালেখার গতি যেমন মন্থর হয়ে যাচ্ছে, তেমনি ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে দারুণভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছি। পরীক্ষা পিছানোর পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী যখন নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে, তখন বারবার পরীক্ষা পিছানোর আদৌ যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সবদিক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু আবার হঠাৎ করে তারিখ পিছিয়ে দেন কি করে? এটা বোধগম্য নয়। তাই অনুগ্রহ করে পরীক্ষার তারিখ আর না পেছানোর জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

জনৈক ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।